বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিসেস জেন আবেল কুন তাঁহার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন

ঢাকায় রাষ্ট্রদূত মিসেস কুন

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সুদৃঢ় বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকিবে

বাসস জানায়, বাংলাদেশে নব নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিসেস জেন অ্যাবেল কুন তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) নেপাল হইতে ঢাকা পৌঁছিয়াছেন। তিনি ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত মিঃ ডেভিড টি স্নাইডারের স্থলাভিষিক্ত হইলেন। খবর বাসস'র। বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মিসেস কুন বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বন্ধন এমনিতেই সুদৃঢ়। এই বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিমান বন্দরে এক বিবৃতিতে মিসেস কুন বলেন, প্রেসিডেন্ট রিগ্যান কর্তৃক বাংলাদেশে যুক্ত-

(৮ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মিসেস কুন

(১ম পৃঃ পর)

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার নির্দেশ পাইয়া তিনি গভীর সম্মানিত বোধ করিতেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দুই দেশ অনেক আদর্শের সমভাগী। আমরা উভয়েই জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সকল দেশকে শান্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে বসবাস করিতে দিতে সক্ষম, এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েমে নিবেদিত রহিয়াছি।

মিসেস কুন বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রশংসিত হইয়াছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। সাধারণ মানুষের জন্য একটা উন্নততর জীবন ব্যবস্থা প্রদানে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার সহিত সামিল হইতে পারিয়া যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। যুক্তরাষ্ট্র এই সম্পৃক্তি অব্যাহত রাখিতে ও জোরদার করিতে এবং উন্নয়নের গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে কোনভাবে অবদান রাখিতে চায়।

রাষ্ট্রদূত কুনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিসেস জেন অ্যাবেল কুন ১৯৫১ সালে পররাষ্ট্র দফতরের একজন প্রশাসনিক সহকারিণী হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ফরেন সার্ভিস অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্যন্ত করাচীতে মার্কিন দূতাবাসে সেকেণ্ড সেক্রেটারী হিসাবে, ১৯৬০-৬৫ সাল পর্যন্ত বোম্বাইয়ে কন্সাল হিসাবে এবং ১৯৬৫-৬৭ সাল পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন বৈদেশিক কর্মকর্তার সহধর্মিণী হিসাবে নয় বৎসর বৈদেশিক দায়িত্ববিযুক্ত থাকার পর ১৯৭৬ সালে মিসেস কুন পররাষ্ট্র দফতরের সমুদ্র, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যুরোতে একজন ইন্টারন্যাশনাল অফিসার হিসাবে বৈদেশিক কর্মজীবনে পুনঃপ্রবেশ করেন। ১৯৭৭-৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান বিষয়ক ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৭৯ সালে তিনি পররাষ্ট্র দফতরের নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

মিসেস কুন ১৯২৯ সালের ৯ই মে নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডারহামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ সালে কলেজ অব উষ্টার হইতে ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার স্বামী মিঃ কার্লটন এস কুন জুনিয়র বর্তমানে নেপালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত।